কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ১ ...

কালের কণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা

শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি দূর করুন

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে নতুন দুশ্চিন্তা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পছন্দের প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ে ভর্তি হওয়া নিয়ে। অন্যান্য বছর দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেরিন একাডেমিতে যে ধারণক্ষমতা আছে, তার চেয়ে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এবার জিপিএ ৫ কমলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম নয়। প্রতিবছরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আসনের বিপরীতে অনেক বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতা করে থাকে। গত বছর শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আসনের বিপরীতে ছিল ৪৫ জন শিক্ষার্থী। এ কথা ঠিক, প্রতিবছরের ভর্তি পরীক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রচুর আয় করে থাকে। ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষক, কক্ষ পরিদর্শক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভর্তি পরীক্ষার আয় থেকে সম্মানী দেওয়া হয়। কিন্তু ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এর সঙ্গে অর্থ জোগান দেওয়ার বিষয়টি তো আছেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পেছনে শিক্ষার্থীপ্রতি খরচ হয় ৪৩ হাজার টাকা। শুধু টাকা নয়, ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। এর সঙ্গে ফরম কেনা, কোচিংসহ বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর পরও অনেক শিক্ষার্থী পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিষয়ে ভর্তি হতে পারে না। অনেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অনেক শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য গুচ্ছ বা সমন্বিত পদ্ধতি কার্যকর করলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি অনেক কমে যেত। শিক্ষার্থীরা একই দিনে একই প্রশ্নপত্রে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারত। তাতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ করতে হতো না। সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া কঠিন বলে মনে হয় না। অনেকে মনে করতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে বিষয়ে পার্থক্য থাকায় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকর হবে না। বাস্তবে তা নয়। শিক্ষার্থীদের দিকে একটু সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে তাকালে সব বাধা দূর করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা যখন সমন্বিত পদ্ধতিতে হচ্ছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও সমন্বিত পদ্ধতিতে হওয়া সম্ভব। ইউজিসি এরই মধ্যে এ বিষয়ে সুপারিশ করেছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনটি এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচটি গুচ্ছে ভর্তি করা যেতে পারে। ইউজিসি গবেষণা করে দেখিয়েছে, সমন্বিত ভর্তিব্যবস্থা চালু হলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের শ্রম, আর্থিক ক্ষতি ও ভোগান্তি হ্রাস পাবে। একাডেমিক কার্যক্রমেও বিঘ্ন ঘটবে না।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দিকে তাকিয়ে অবিলম্বে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একমত হবে বলে আমরা আশা করি।